যুগান্তর

তারিখ 18 MAY 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# অবশেষে জাবি ভিসির পদত্যাগ নতুন ভিসি আনোয়ার হোসেন

জাবি প্রতিনিধি

শেষ পর্যন্ত তাকে বিদায় নিতেই হল। তিনি হলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির। নানা কারণে বিতর্কিত এই ভিসির বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষক ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশের 'আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়' খ্যাত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে পড়ে। তখন পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের দাবি মেনে নেয়ারও ইঙ্গিত দেন। প্রধানমন্ত্রীর সেই আশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটল বৃহস্পতিবার। ভিসির পদত্যাগের খবরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক উল্লাস দেখা দেয়। ছাত্রছাত্রীরা মিষ্টি বিতরণ করে। রাতে আনন্দ মিছিলও হয়েছে।

আনোয়ার হোসেন

এদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাপই নতুন ভিসি নিয়োগ করা হয়েছে। নতুন ভিসি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অনুজীব বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি ঊর্ধ্বতন সূত্র জানায়, জাহাঙ্গীরনগরের শিক্ষকদের মধ্যে বহুবিভক্তি থাকায় সরকার আপাতত শান্তির লক্ষ্যে বাইরে থেকে ভিসি নিয়োগ দিয়েছে।

শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বৃহস্পতিবার রাতে যুগান্তরকে বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পদত্যাগ করেছেন। তিনি

পদত্যাগ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

## পদত্যাগ : জাবি ভিসির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করেন। এরপর ঢাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেনকে নয়া ভিসি হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

ভিসি পদত্যাগের ঘটনায় আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। তবে ভিসিপন্থী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা ও হতাশার কেন্দ্র দেখা গেছে।

২০০৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ভিসি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে প্রথম ভিসি। দায়িত্বগ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমদিকে গ্রহণযোগ্যতা পান। তবে সময় যেতে না যেতেই শিক্ষক নিয়োগ, গাছ কেটে জবির পরিবেশ বিপর্যয়, ছাত্রলীগের ফুলবারার নেতাকর্মীদের পাশ কাটিয়ে ভিন্ন অঙ্গনের ছাত্রলীগের একটি গ্রুপকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও তাদের ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সৃষ্টি, একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় শিক্ষকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা, বিভিন্ন বিভাগের শতাধিক শিক্ষকদের প্রধান নিয়ে শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল তৈরিসহ বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। সর্বশেষ ৯ জানুয়ারি ইংরেজি বিভাগের ছাত্র জোবায়ের হত্যার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব মহল ভিসির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। অভিযোগ উঠেছে, জোবায়ের ভিসিপন্থী ছাত্রলীগ বা ভিসিপন্থীদের কর্মী ও কারাগারের হাতে নিহত হন। এই ঘটনার পর ফুঁসে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা। এ কারণে বিগত গড়ে চার মাস ভিসির বিরুদ্ধে নানা অপকর্মের অভিযোগ এনে তার প্রতিবাদ করে শিক্ষক সমাজ ক্যাম্পাস কার্যত অচল হয়ে পড়ে। ভিসির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনের একপর্যায়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও যোগ দেয়। ছাত্র-শিক্ষকরা জবিতে বিজ্ঞপ্তি এড়িয়ে থেকে এ আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। সেই থেকে ক্যাম্পাস কার্যত অচল হয়ে পড়ে। ভিসির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনের একপর্যায়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও যোগ দেয়। ছাত্র-শিক্ষকরা জবিতে বিজ্ঞপ্তি পদের অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ, পরিবেশ বিপর্যয় রোধ, সব শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ে সহঅবস্থান বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যান। একপর্যায়ে তারা ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে ধর্মঘট আহ্বান করেন। ভিসির বাসভবনের সামনে রাতভর অবস্থান করে পদত্যাগের দাবি জোরদার করেন। বাসভবনের অন্য আরেকটি গেটের সামনে রাতভর অবস্থান করে আন্দোলনকে অযৌক্তিক দাবি করে তারাও ভিসির সেদিন ভিসিপন্থীরা প্রায় কয়েক শতাধিক শিক্ষক আন্দোলনকে ছাত্রছাত্রী ও সাংস্কৃতিক জোটের কর্মীদের ওপর হামলা করে ভিসিপন্থী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ভিসির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনে যোগদানকারী আন্দোলনে নামেন। তারা আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সংহতি মঞ্চ গড়ে তুলে আন্দোলনে ত্রিমাত্রা যোগ করেন। এতদিন যখন বিশ্ববিদ্যালয়টি অচল হয়ে পড়ে তখনই হস্তক্ষেপ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৩ মে প্রধানমন্ত্রী আন্দোলনকারী শিক্ষক ও ভিসির সঙ্গে আলোচনায় বসেন। দেন। এরপর সেদিনই শিক্ষকরা সব ধরনের আন্দোলন কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেন ও আন্দোলন প্রত্যাহারের পরামর্শ বসিতির সমন্বয়ক অধ্যাপক ড. নাসির আহমেদ হোসাইন বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ওপর বিশ্বাস রেখে আন্দোলন হতে পরে এসেছিলাম। অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা ৪ দিন অনশন কর্মসূচি পালন করলে এখনি পারা বেগম রুবী জবিতে এসে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আস্থা রাখার অনুরোধ জানিয়ে অনশন ভাঙান। শিক্ষার্থীরাও আন্দোলন হতে শিল্প হলেন। প্রায় দুই সপ্তাহ জবিতে কোন ধরনের আন্দোলন কর্মসূচি ছিল না। সাধারণ শিক্ষার্থীরা এসময় হতে যাচ্ছে, সেদিকে। শেষপর্যন্ত ভিসিকে যেতেই হল। জবি ভিসির পদত্যাগের ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী জবিতে সময় পার করেছে। তবে প্রধানমন্ত্রীর আন্দোলন কর্মসূচি ছিল না। সাধারণ শিক্ষার্থীরা এসময় শিক্ষক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. শামসুল আলম বলেন, জবি ভিসির পদত্যাগের ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনরত শিক্ষকদের আন্দোলন সফল হয়েছে। জবির আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষক ও শিক্ষক সমিতির সহসভাপতি অধ্যাপক ড. আকুল কাদের বলেন, রাষ্ট্রপ্রধানের বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কল্যাণের কথা ভেবে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া এই মুহূর্তে কোন মন্তব্য করা সম্ভব হবে।